সখি কৃষ্ণপ্রেম সুখ সাগরে, —
সদা আমি মীনের মত ডুবে রইতাম।
তখন আমি দুঃখের বেদন জানতেম নাগো।
ভেবতাম এ সাগরে কি শুখাইবে ?
আমার এমনি ভেবে জনম যাবে। (এই বৃন্দাবন মাঝে)

যখন উঠিত মানের তরঙ্গ —
তখন কতই বা বাড়িত রঙ্গ। (বঁধুর মনে, আমার মনে)
ছিল প্রখর মুখর দুর্জন নিকর,
শারদ ভাস্কর প্রায় গো, — (তখন কতই বা ছিল)
হয়ে প্রবল প্রতাপ, সদা দিত তাপ। (কতই জ্বালাইত) ১

তখন শ্যাম নব জলধরে ।
সদা থাকত শীতল ছায়া করে ।
–(তোদের সে তাপ লাগবে কেন ?)—
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে ।
ছিল প্রেম বিনোদিনী পদ্ম নন্দিনী
কুম্ভীরিনীর মত ফিরত, (যে সাগরের মাঝে)

সদা থাকত তাকে বাকে দেখত তাকে বাকে
আপনি বিপাকে পড়িত। (পদ্ম নন্দিনী)
আমি লোভিয়ে বেড়াতাম সাখি,
একবার চাইতাম না পালটা আঁখি। (পদ্ম নন্দিনীর পানে)

হায় এমন সময় —
দারুন অক্রুর আসিয়ে অগস্ত্য হইয়ে
গন্ডুষে গ্রাসিয়ে গেল গো, (আমার সুখের সাগর)
সেথে হরে নিল ইন্দু, শুখাইল সিন্ধু
এক বিন্দু না রাইল গো। (আমার কপাল দোষে)
সেই সুখের সাগর আঁখি শুখাইল,
এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হল ॥ (তৃষিত চাতকের মত)

ললিতাকে বলছেন

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল, সজনি।
আমার বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রান জ্বালায়,
কিবা দিবা কিবা রজনী, গো সজনি।

কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন্য জীবন হলো প্রেম শূন্য
আমার হলো গৃহ অরন্য
মরিলে বাঁচি এখনি গো সজনি

শ্রীরাধা গত সুখ সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া হৃদয়ের দ্বার উথারিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, —

সখি, আমি এই ব্রজ মাঝে রমনী সমাজে
ছিলাম শ্যাম গরবিনী গো, সজনি ;
হলো দারুন বিধি বাম, হারাইলাম শ্যাম
হলাম প্রেম কাঙালিনী গো - সজনি !
সখি গরল খাইয়ে মরি কিংবা বিষধর ধরি
নইলে অনলে প্রবেশ করি

ত্যাজিব জীবন এখনি, সজনি,
যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি
তখন যেন প্রাণ সই গো।
ওসে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি
দিয়ে গলে পীতাম্বর বলে পীতাম্বর
"রাধে বিধু মুখি
একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি"
অমনি দেখি বলে যদি আঁখি মেলে দেখি
দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি
না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি
এ কি দেখি বল দেখি।

এই বলিয়া কাননাভিমুখে শ্রীরাধা পাগলিনীর ন্যায় ধাবিতা হইলেন,
তিনি কিয়দ্দূরে যাইয়া কুররীর ন্যায় কাতরস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন :—

কোথা রহিলে প্রাণনাথ, ওহে নিঠুর মুরলী বদন।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, ওহে নিঠুর মুরলী বদন॥

ললিতা শ্রীরাধার প্রেম মহিমা দেখিয়া বলিতেছেন :—

দেখি দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা।
ত্রিভুবনে রাধা প্রেমের কোথা পায় সীমা॥

বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে ।
কৃষ্ণ অন্বেষণে সেও যায় সিংহ বলে ॥
কিন্তু কৃষ্ণ বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর ।
দেখি না চলিতে প্যারী কাঁপে থরথর ॥
এলায়ে পড়েছে ধনীর অখিল কেশ ।
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ ॥
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায় ।
ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথায় ॥

ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনী ।
অমন করে যাসনে যাসনে গো ধনি ।
(তোরে বারে বারে বারন করি রাই ।)
(ধীরে ধীরে চল গজ গামিনী)
একে বিযাছে তোর কৃশতনু
মরি মরি হাটিতে কাঁপিছে জানু গো
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি
(চঞ্চলা হইলে কেন ।)

না জানি কোন গহন বনে প্রান হারাবি ॥
কত কন্টক আছে গো বনে
ও রাই ফুটিবে দুটি চরনে
কত বিজাতী ভুজঙ্গ আছে
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো
(গহন কানন মাঝে)

হলো নয়ন ধারায় পিছল পথ :—
(আর কাঁদিস নে গো, বিনোদিনী)
বলি যাসনে রাধে এত দ্রুত গো।
মোদের কাঁধে ঝুটি বহু থুয়ে :—
কমলিনী চল গো পথ নিরখিয়ে
(আমরা তো তোর সঙ্গে যাব)

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে
চাঁদের হাট মিলাইত গো,
(যে রূপ মনে জাগিল,- এই বনে এসে)
কভু প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলাইয়া শ্রী অঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত গো, (বঁধু কতই রঙ্গে)
যত সহচরে সনে, ফুল ফলে দলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো,
তখন সে মুরলী ধরে, সে মুরলী ধরে,
নাম ধরে বাজাইত গো—

তখন শুনিয়ে মুরলী ধ্বনি,
আমি হইতাম যেন পাগলিনী;
পথ বিপথ নাহি জানি
(অমনি বের হতাম গো, সখি বঁধুর লাগি)
সখি চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত
মণিময় নূপুর মানি,
(ফিরে চাইতাম নাগো চরণ পানে)
আমি আসিতাম বাঁশরীর টানে।
তখন কেবা চাইত পথ পানে ॥
(মনের কথাই বা বুঝে)
— এইভাবে শ্রীরাধার হৃদয় পূর্বস্মৃতি সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইল।